ভোরের কাগজ
তারিখ 07 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭

গত এক বছরে রাষ্ট্রীয় মদদে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হয়নি

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অর্জন জানালেন তিন মন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত এক বছরে রাষ্ট্রীয় মদদে সন্ত্রাস হয়নি। তিনি বলেন, বরং বিগত ৫ বছরে শিক্ষাঙ্গনে রেখে যাওয়া সন্ত্রাস দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বুয়েটের যে সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বুয়েট কর্তৃপক্ষই নিয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্তে কিছু হয়নি বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী।

গতকাল রোববার দুপুরে জোট সরকারের একবছর পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ও শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বক্তব্য রাখেন। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী দুজনই সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশের প্রবেশ ও বুয়েটের ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা আরো বলেন, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠুভাবে পড়ালেখা করতে চায়। তারা চায় শিক্ষাঙ্গন সব সময়ে খোলা থাক। কিন্তু মুষ্টিমেয় ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করছে। যার দায়ভার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়ছে। তবে কেবল শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যের মাধ্যমেই শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব। মন্ত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ১০০ দিনের কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার ২৪

গত এক বছরে রাষ্ট্রীয় মদদে

● শেষের পাতার পর

মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ ও শিক্ষকগণ যাতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে যে সব শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলবেন না, জবাবদিহিতার প্রয়োজন মনে করবেন না এবং সঠিক সময়ে স্কুলে-কলেজে অনুপস্থিত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শিক্ষকরা শুধু বেতন নেন। স্কুলে তেমন কোনো ছাত্র নেই। এমনকি ছাত্রছাত্রী থাকলেও তারা পরীক্ষায় ফেল করে থাকে। ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এরকম স্কুলের সংখ্যাই বেশি। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আরো খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনই বন্ধ করে দেওয়া হবে তা ঠিক নয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের অগ্রগতি বিবেচনা করেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে। একটি বিষয় পড়ানোর জন্য শিক্ষক ক্লাসে যাবেন এবং ক্লাস শেষ হলে চলে আসবেন— এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কারিকুলামে সংস্কার ও পরিবর্তন দরকার। তিনি বলেন, গত এক বছরে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ১ হাজার ৯ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬৪০ জন সহকারী শিক্ষকের গ্রেডেশন তালিকা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে পদোন্নতির জন্য সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্নীতি দূর করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট পুনর্গঠন করা হয়েছে। দেশে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য ৪টি বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ইংরেজি ও আরবিকে গুরুত্ব দিয়ে ল্যাংগুয়েজ কোর্স শুরু হয়েছে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডগুলোর অর্থায়নে ৬টি বিভাগীয় সদরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি (ইংরেজি ও আরবি) স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিভাগের ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেছেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক বলেন, এবারে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করা হয়েছে। নকল প্রতিরোধে সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। আগামীতে নকল কম হবে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে একদিন নকল বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রতি বছর শিক্ষা খাতে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। আমরা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। যাতে শিক্ষা খাতে ভর্তুকি কমে আসে। এ জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, ঢাকাসহ সারা দেশের জেলখানায় শিশু হাজতিদের জন্য পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হবে। তারা বের হয়ে যেন ভালো কোনো কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয় এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার দেওয়া হবে। শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যেই সরকার এ প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।